

মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত

## মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রতের দ্রব্য ও বধিান

ফুল, তুলসী, দুর্বা, দীপ, ধূপ, বসিণুর নবৈদ্য আতপ চাল, মসিটান্ন, ফল, ভুজ্জি একটি, দক্ষিণা। মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত পালন করা খুবই কঠিন কারণ শরীর খুব ভালো না থাকলেই মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত পালন করা সম্ভব হয় না।

দিনের বেলো পুরোহিতি কে দ্যিবে বসিণু পূজা কর্যিবে সারাদনি উপোস করে থাকতে হবে। তারপরে রাত্তরি চাঁদ উঠলে সেই চাঁদ দর্শন করে, তাঁকে অর্ঘ্য দেওয়া কর্তব্য।

শেষের দুধ ও ফল খেয়ে কম্বল বা খড়েরে বছিানায় একলা শয়ন করে রাত কাটান ন্যিমা পরে সকালে উঠে স্নান করে পুরোহিতি কে ভুজ্জি আর দক্ষিণা দ্যিবে ব্রত শেষ করায় বধি।

## মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রতকথা

অনকে দিন আগেকার কথা, যমুনা নদীর উপরে একটি ছোট রাজ্যের রাজা ছিলেন সুদবে বর্মন। কৃষ্ণাবতিনি নামে তার একটি মাত্র ময়ে ছিল, কিন্তু তার শরীর মোটেই ভালো ছিল না।

সে প্রায়শই রোগে ভুগত। শেষে তার বাঁচার আশা ক্রমে কৃষ্ণ হয়ে এলো। রাজা খুব চিন্তিত হলে। শেষে যখন দেখলেন যে, তাকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব, তখন তিনি সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দলিলে যে, তার ময়েকে যে সার্যিবে দিতে পারবে, তাকে অনেক ধনরত্ন দ্যিবে তার সঙ্গে তার ময়েকে কৃষ্ণাবতিরি ব্যিবে দেবেনে।

যমুনা নদীর এপারে এক সওদাগর থাকতো, তার অনেক সম্পত্তি ছিল এবং একটি ছলে ছিল। ছলেটিরি নাম শশাঙ্ক কুমার। শশাঙ্ক কুমার এক সময়ে কৃষ্ণা বতিকে দেখে মনে মনে প্রমে পড়ে গ্যিছেলি ও তাকে ব্যিবে করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেলি। এমন কিসে রাজার কাছে গ্যিবে কৃষ্ণা বতিকে ব্যিবে

করার কথা ও জানিয়েছিলেন।

রাজা কনিতু এতে খুব অসসন্তুষ্ট হয়ে শশাঙ্ক কুমারের বাবাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার ময়েকে ছেলেরে বউ করার আশা তিনি যেন না করেন , কারণ এত বড় আশা তার পক্ষে পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। এই কথা শোনার পর শশাঙ্ক কুমারের মন খুবই খারাপ হয়ে গলে।

সে তার খাওয়া দাওয়া ও প্রায় ত্যাগ করে দিয়েছিল। সে শুধু জোছনা রাত্রিরি চাঁদরে দকি চয়ে চয়ে কৃষ্ণাবতিকে পাওয়ার কথাই ভাবতো। এই ভাবেই তার দিনেরে পোর দিনি যায়।

এরই মধ্যে এক দিন পূর্ণিমা রাত্রিরি সে ছাদরে উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময় সে স্বপ্ন দেখল যে স্বয়ং চাঁদ এসে তাকে বলছেন, 'তুই আর বৃথা চিন্তা ভাবনা করসি না,

তোরে আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবো। তুই ছদ্ম বশে ধারণ করে কাল রাত সভায় উপস্থিতি হয়ে রাজাকে বলবি যে, তুই কৃষ্ণাবতীর রোগ সারিয়ে দিতে পারবি।

পরে সন্ধ্যার সময় আমার পূজো করে সেই পূজোর প্রসাদ কৃষ্ণাবতিকে খাইয়ে দিবি। এই পূজোর প্রসাদ খাওয়ার পরেই তার রোগ সরে যাবে।

পরের দিন শশাঙ্ক কুমার উপোস করে ছদ্ম বশে ধারণ করে রাজ সভায় গিয়ে রাজাকে জানালো যে, রাজ কন্যাকে সে ভালো করে দেবে।

রাজা এতে সম্মত হতে ঠকি হল যে শশাঙ্ক কুমারের কথা মতো আসছে আশাট। মাসে শুক্লা পক্ষে দ্বিতীয়া তথিতি মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত পূজো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।

আসার মাসেরে এই শুক্ল পক্ষে তৃতীয়ার দিন আসতে সসংখ কুমার উপোস করে থেকে বষ্ণুর পূজো করলে এবং রাত্তরিরে চাঁদকে অর্ঘ্য দিয়ে সেই প্রসাদ কৃষ্ণাবতিকে খাইয়ে দলি।

নজিরে ও সে ফল মূল ও দুধ খয়ে রাত কাটালো। পরের দিন রাজা দেখলেন যে, কৃষ্ণাবতীর রোগ যেন অর্ধকে সরে গেছে।

রাজা দেখে খুব খুশি হলেন, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডতিরে প্রচুর ধন রত্ন দান করলেন। পরে রাজা জানতে পারলেন যে, শশাঙ্ক কুমারই কৃষ্ণা বতীর রোগ মুক্ত করেছে।

তখন খুব সমারো হোক আর উৎসব আনন্দরে মধ্যে শশাঙ্ক কুমারের সঙ্গে  
কৃষ্ণাবতরি বয়ি়ে দলিনে, সেই সঙ্গে শশাঙ্ক কুমারকে রাজ্যের যুবরাজ  
উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা ও করে দলিনে।

তারপর থেকে শশাঙ্ক কুমার আর তার স্ত্রী কৃষ্ণা বতদি দুজনে মলি়ে মনোরথ  
দ্বিতীয়া ব্রত করতে আরম্ভ করল এবং দহে ত্যাগরে পর তাদরে অক্শয.  
স্বর্গ লাভ হল।

## মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রতরে ফল

আষাঢ় মাসে শুক্লা পক্শে দ্বিতীয়া তথিতিে মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত পালন  
করলে জীবরে সমস্ত মনো বাসনা পূর্ণ হয়. এবং দহেত্যাগরে পর গুলোকে  
বষ্ণুর কাছে তার স্থান হয়।

